OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 25
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 193 - 196
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 193 - 196
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর : দৈনন্দিন জীবনের প্রাপ্ত শব্দের তালিকা তৈরীর অভিনব কৌশল

শীর্ষেন্দু সেনগুপ্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি, বোলপুর
Email ID: sirshendukalna91@gmail.com
0009-0000-8755-2286
এবং
ড. মধুছন্দা চৌধুরী ওঝা
তত্ত্বাবধায়িকা ও অধ্যাপিকা
সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি, বোলপুর

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
শব্দ, অনুভূতি, দৈনন্দিন, আনাচে-কানাচে, দৃষ্টিশক্তি, শব্দব্রহ্ম, নাদব্রহ্ম, সৎমা, বউ।

Abstract

প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধের শুরুতে নিজের চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে এবং রসিকতা করতে করতে পৌঁছে গেছেন প্রবন্ধটির রচনার মূল বক্তব্যে। তিনি তাঁর এই প্রবন্ধে বলেছেন যে কোন এক সম্পাদক মশাই তাকে নিজের খুশি মত পাঁচ হাজার শব্দ সম্বলিত রম্য রচনা তৈরি করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। এত শব্দ একসাথে লিখে একটি রম্য রচনা নির্মাণ করার ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের প্রথমে একটু দ্বিধা আসলেও যেহেতু শব্দ তাকে লিখতে বলা হয়েছিল, তাই তিনি শব্দ নিয়েই এই প্রবন্ধে আলোচনা করেন, তিনি মূলত এখানে যেই সময়ে তাঁর প্রবন্ধটি লিখেছেন সেই সময় পর্যন্ত ফেলে আসা দিনগুলিতে তাঁর কাছে যা যা নতুন শব্দ এসেছে সব কিছুরই একটি তালিকা প্রবন্ধ আকারে তুলে ধরেছেন এবং সবশেষেই প্রবন্ধের মধ্যেই তিনি দেখিয়েছেন শব্দইগুলিই যেন নিজে থেকেই ওই শব্দসম্ভার নিয়ে লিখতে লেখিকাকে উৎসাহিত করেছে।

Discussion

শব্দ কখনো নাদব্রহ্ম রূপে বর্ণিত হয়েছে, আবার কখনো অনুভূতি প্রকাশের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ হিসাবে গণ্য হয়েছে। আর এই শব্দই বারে বারে চলে আসে নব নব রূপে। প্রতিনিয়ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রায় প্রতিটি ক্ষণেই শব্দের আগমন ঘটে থাকে। আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা এসব নিয়ে অনুভূতি প্রকাশ না করলেও; দৈনন্দিন জীবনের আনাচে-কানাচে নতুন শব্দের এসে পরাকে অনায়াসেই ধরে ফেলেছেন ও ভেবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রবন্ধ আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন প্রাবন্ধিক নবনীতা দেবসেন তাঁর রচিত ‘শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর’ প্রবন্ধে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 25
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 193 - 196
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রাবন্ধিক তাঁর এই প্রবন্ধটিকে দান্তের একটি উক্তি দিয়ে শুরু করেছেন –

> " 'parlare alcuno di medesimo pare non lici to'. - ('নিজের বিষয়ে কথা বলাটা সমীচীন নয়।') Dante, CONVIVIO."[১]

এই উক্তিটি মূলত নবনীতা দেবসেন করেছেন তার কারণ হল তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে প্রকাশিত সকল নতুন শব্দের আসা নিয়ে কথা বলতে চান। নবনীতা দেব সেনের বক্তব্যে এখানে শোনা যায় বেশ কিছুটা আক্ষেপ। এই আক্ষেপের কারণ হিসেবে তিনি মূলত যে বিষয়গুলি বলেছেন তা হল তাঁর বয়সের কারণে দৃষ্টিশক্তি কমে আসা। এই দৃষ্টিশক্তি শুধুমাত্র যে সাধারণ দুটি চোখের জ্যোতি কমে যাওয়া এমন নয়, এই দৃষ্টিশক্তি বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন মানব মনের অন্তর্দৃষ্টি এবং ভালোমন্দ বিচারের বিশেষ অনুভূতির কথা। এখানে তাঁর বক্তব্য থেকে যা মূল অর্থ প্রকাশ পায় তার থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের শিশু বয়সে শিশুমনের প্রথম যখন শব্দশেখা তখন তাতে কোনভাবেই কোন মলিনতা থাকে না সকল কিছুর মধ্যে যে সৌন্দর্য সে সবকিছুকেই আশ্চর্যের চোখে ভালোর চোখে দেখে থাকে, কিন্তু মানুষ যত বড় হয় তার চোখে বাস্তবিক জীবনের কঠিন রূপটি ধরা পড়ে, যার ফলে সকল শব্দ বা সকল কিছুকে ভালো বলার ইচ্ছা থাকে না বিস্ময় থাকে না। তাই শিশু বয়সের সেই যা সবকিছুতেই বিস্ময় দেখতো এমন চোখ পুনরায় ফিরে পেতে চান তিনি।

অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রেও মধুর যে অনুভূতি তার মধ্যে যদি কোন শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সেই শব্দের অর্থ যদি অনুভূতির বিপক্ষে থাকে তবে সেখানে শব্দের দামই ব্যক্তিকে বারংবার দিতে হয় আমরা সবাই শব্দ নিয়েই দেখাশোনা করে থাকি। অর্থাৎ কোন মানুষ যদি কোন মানুষকে যত্ন করে তবে শব্দ দিয়ে তাকে যত্ন করতে হয় আবার যদি কোন মানুষকে আঘাত করতে চায় কোন মানুষ তবে তাকে শব্দ দিয়েই আঘাত করে থাকে। এই কারণেই বলা যায় যে শব্দেই যত্ন শব্দেই অযত্ন। তাই সঠিক স্থানে সঠিক শব্দ প্রয়োগটাই বাঞ্ছনীয় কর্তব্য।

এবার নবনীতা দেবসেনের লেখায় উঠে আসে কোন এক সম্পাদক মশাইয়ের কথা যিনি লেখিকাকে পাঁচ হাজার শব্দ সম্বলিত কোন একটি লেখা লিখে দিতে বলেছিলেন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এবং কোন বিষয়বস্তু ঠিক করে দেননি; সাধারণত কোন বিষয়ে দেওয়া থাকলে সেই বিষয়টির উপর ভিত্তি করে লেখক বা লেখিকা লিখে থাকেন কিন্তু এখানে যেহেতু কোনো বিষয়ই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি এবং তাকে যা খুশি লিখতে বলা হয়েছে তাতেই বেড়েছে বড় গন্ডগোল। আর এখান থেকেই শব্দ নিয়েই লেখা লিখবেন বলে ঠিক করে ফেললেন।

প্রাবন্ধিকের মতে, এই শব্দগুলি নিয়ে লিখতে হলে প্রথম থেকে শুরু করতে হবে অর্থাৎ প্রাবন্ধিকের ছোটবেলা থেকে শুরু করে যখন তিনি এটি লিখছেন তখন পর্যন্ত পাওয়া শব্দগুচ্ছ থরে থরে সাজিয়ে নিতে হবে। তাই প্রাবন্ধিক লিখছেন -

> "বড়ই আশ্চর্য জিনিস এই 'শব্দ'। শব্দের বেলায় ভেসে যেমন কোথাও উত্তীর্ণ হওয়া যায়, শব্দের পাথরে ঠোক্কর লেগে তেমনি ডুবে ও যাওয়া যায়। শব্দেরই বাতাসে আমরা শ্বাস নিচ্ছি, শব্দের অন্নেই আমরা পুষ্ট হচ্ছি, সত্যিই এই শব্দ বড় আশ্চর্য বিষয়।"[২]

নবনীতা দেবসেন 'শব্দ' নিয়েই পাঁচ হাজার শব্দ লিখবেন (যেমন - দৈনন্দিন জীবনে ভালোলাগা থেকে প্রাপ্ত শব্দ যেমন - প্রভাতফেরী, আবার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত শব্দ যেমন - স্বদেশ, জয়হিন্দ, স্বাধীনতা ইত্যাদি। আবার বিদেশি রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত শব্দ নাৎসি, নাজি ইত্যাদি। আবার ভয়ংকর ব্যাধির নাম টাইফয়েড সেটিও একটি প্রাপ্ত শব্দ। এই সকল কিছুই লেখিকার শব্দ ভান্ডারের মধ্যে সে পড়তে শুরু করেছিল)। এই সকল শব্দই ছোট থেকে একের পর এক প্রাবন্ধিকের জীবনে এসেছে, তাই এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক লিখেছেন –

> "ছোট্ট থেকে একের পর এক নিত্যনতুন শব্দের রাজত্বেই তো আমি বাস করে এসেছি - রীতিমতো খাজনা আদায় করে প্রজা বানিয়ে ছেড়েছে আমাকে এক এক সময়ে এক একটা শব্দ। কিছু কিছু শব্দ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 25
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 193 - 196
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> হয়তো যেখানে ছিল থেকে গেছে সেখানেই, আমি তাদের অতিক্রম করে এসেছি। কিছু কিছু আবার আমারই সঙ্গে বেড়েছে পরিবর্তিত হয়েছে তাদের চেহারা তাদের মুখচ্ছবি। কোনো শব্দ ক্রমশ অনেক বড় হয়ে উঠেছে, কোন শব্দ আবার ছোট হতে হতে কুঁকড়ে গেছে, কেউ বা রং বদলেছে, কেউ ঢং।”[৩]

শব্দের এই একটার পর একটা ইট বসিয়ে বসিয়েই সাহিত্যসৌধ সৃষ্টির মাধুর্যে সাহিত্যিকের লেখনীতে পূর্ণতা লাভ করে। আর তাই প্রাবন্ধিক নবনীতা দেবসেন ও তাঁর এই প্রবন্ধের আনাচে-কানাচে জীবনের ও জগতের আনাচে-কানাচে থেকে প্রাপ্ত নানান শব্দের একটি তালিকা সাজিয়ে দিয়েছেন আপামর পাঠকের কাছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ই যে সাহিত্যিকের জন্ম তাঁর কাছে ‘যুদ্ধ’ শব্দটা ‘দুধ’ শব্দের মতোই অত্যন্ত জরুরি ও প্রাসঙ্গিক, এরকমই আরো অনেক শব্দ যার যুদ্ধকালীন তাৎপরতায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান সেগুলি হল যথাক্রমে ‘ব্ল্যাক-আউট’, ‘সাইরেন’, ‘অলক্লিয়ার সিগন্যাল’।

এরপর এ, বি, সি, ডি পড়তে যখন শুরু করেছেন লেখিকা তখন যদি কারোর নাম এ আর পি হয় তখন তিনি ভাবতেন এ এরপর পি কি করে এলো? এমন ভাবে চলতে চলতেই আরো কিছু নতুন শব্দ লেখিকার তালিকা তে উঠে আসে যেমন ‘ইভ্যাকুয়েশন’, ‘নির্মলা’ ইত্যাদি শব্দ। এর মধ্যে নিজের নাম ‘নবনীতা’ পাল্টে নির্মলা রেখে বাবাকে একটি চিঠি লিখে ফেলেন লেখিকা ও তাঁর বাবাকে ওই নামে ডাকতে অনুরোধ করেন। যা পরবর্তীতে বাবার আদরের কন্যার আবদার রাখতে গিয়ে ওই নামে একটি পত্র পাঠালে সাড়া বাড়িতে জানাজানি হয়ে যায় এবং সকলের কাছে হাসির পাত্রী হোন লেখিকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে বিভিন্ন শব্দ যেমন শেল্টার, মিলিটারি ক্যাম্প, ব্যাফাল ওয়াল, সাবমেরিন এ সকল শব্দ যেমন মুছে গিয়েছিল, তেমনি নতুনভাবে ফ্যাসিস্ট, বলশেভিক, ড্রাকুলা, ভ্যাম্পায়ার এ সকল শব্দ নতুন ভাবে চলে আসে।

প্রাবন্ধিক যখন স্বাধীনতার স্বাদ পান সারা দেশব্যাপী তখন যে সকল শব্দ সাড়া ফেলে দিয়েছিল সেগুলি হল যথাক্রমে - বন্দেমাতারাম, জয় হিন্দ, স্বাধীনতা, স্বদেশ ইত্যাদি সব শব্দ। এছাড়া এই শব্দগুলির সাথে যেগুলি পাল্লা দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সেগুলি হল - মীরকাশিম, জুডাস, হিটলার, নাৎসি, পাকিস্তান, লরকে লেঙ্গে পাকিস্তান ইত্যাদি। এছাড়াও টাইফয়েড, ক্লোরোমাইসেটিন, কংগ্রেসী কমিউনিস্ট, চীন, ভিয়েতনাম, মাও, ফিদেল, জনসভা, মহতি জনসভা, মিছিল, বিপ্লব, পাটিশন, উদ্বাস্তু, বাঙাল, মেকুর, লাগুর, দেশ, দেশের-বাড়ি, নস্টালজিয়া এসব শব্দ আস্তে থাকে। এরপর লেখিকার বিবাহিত জীবনের বর, শ্বশুর বাড়ি, ডিভোর্সি, সৎমা এসব শব্দ পরপর চলে আসতে থাকে।

আবেগ তাড়িত সৎমা প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে এবং তাঁর জীবনে সৎমা হিসেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কারো সৎ মা হিসেবে নিজেকে ব্যক্ত করতে করতে লেখিকা মা শব্দের ব্যাখ্যা, মায়ের করনীয় দায়িত্ব কর্তব্য এ সকল কিছু ব্যাখ্যা করতে থাকেন।

এছাড়াও প্রেসিডেন্সিতে পড়াশোনা চলাকালীন, কফি হাউস, আঁতেল, ডাইথেকটিকস, মাস মবিলাইজেশন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, প্রবেবিলিটি, কমিটেড, নাইব, ভ্যালুজ, ননকমিটেড, ইনভেলিড সাবজেক্টিভ, ক্রাইসিস, রেনেসাঁ ইত্যাদি শব্দ শুনেছিলেন, পরবর্তীতে যুগের বদলের সাথে সাথে সমাজের কদর্য নেতিবাচক দিকটির ও কিছু শব্দ যেমন ধর্ষণ এসে পড়ে তেমনি হার্ট ট্রান্স প্লান্ট, ফাক, স্ক্রু, কিস, ডেটিং, নেটিং, হোমো সেক্সচুয়াল, গে, সিস্টারহুড, ফেমিনিস্ট ইত্যাদি শব্দ আসতে থাকে। এরপর বন্দুকের মাছি, নস্টালজিয়া ইত্যাদি শব্দ আসে।

সবশেষে লেখিকা এ সকল শব্দতালিকা একের পর এক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করতে করতে, পৃথিবীতে থাকায় একটি নশ্বর জীবনে কত শব্দের আনাগোনা জীবনের আয়ুর সংখ্যা থেকেও শব্দ সংখ্যার আধিপত্য বেশি।শব্দই মানবিক জীবনে ভালোবাসা নিবেদনের মাধ্যম হয়ে ওঠে আবার কখনো তা প্রাবন্ধিকের কাছে অত্যন্ত কঠিন এক ভারী বোঝা কাঁধে নিয়ে চলার মত হয়ে উঠেছে, যে শব্দের ভার লেখিকা আর বহন করতে পারছেন না, অথচ যেন প্রকৃতি চৈত্র সন্ধ্যার নোনা বাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শের মাধ্যমে লেখিকার চুলে গালে হাত বুলিয়ে শব্দবিহীন ভাবি একটি শব্দগুচ্ছ নির্মিত বাক্য বলে যায় –

> “পারবে, পারবে দ্যাখোই না।”[৪]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 25
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 193 - 196
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. দেবসেন, নবনীতা, শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৫, একাদশ মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০২২, প্রথম ই-বুক সংস্করণ, ২০২০, পৃ. ৯

২. দেবসেন, নবনীতা, শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৫, একাদশ মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০২২, প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০, পৃ. ১০

৩. দেবসেন, নবনীতা, শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৫, একাদশ মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০২২, প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০, পৃ. ১০

৪. দেবসেন, নবনীতা, শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৫, একাদশ মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০২২, প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০, পৃ. ২৭

Bibliography:

আকর গ্রন্থ:

দেবসেন, নবনীতা, ‘শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর’, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৫, একাদশ মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০২২, প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০

দেব সেন, নবনীতা, ‘ভালোবাসার বারান্দা-১’, দে'জ পাবলিশিং: প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬

দেব সেন, নবনীতা, ‘ভালো বাসার বারান্দা-২’, দে'জ পাবলিশিং: প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫, মাঘ ১৪২১

দেব সেন, নবনীতা, ‘ভালোবাসার বারান্দা-৩’, দে'জ পাবলিশিং: প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬, মাঘ ১৪২২

দেব সেন, নবনীতা, ‘ভালোবাসার বারান্দা-৪’, দে'জ পাবলিশিং: প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৯, মাঘ ১৪২৫

দেব সেন, নবনীতা, ‘ভালোবাসার বারান্দা-৫’, দে'জ পাবলিশিং: প্রথম প্রকাশ নভেম্বর২০১৯, কার্তিক ১৪২৬

সহায়ক:

আন্তর্জালিক লিংক: https://eisamay.com/editorial/edit/editorial-1/articleshow/21083239.cms